কলুষিত পদ্য

জামিল হাসান সুজন

ওই কবিঅলা, তোর কবিতা নিয়ে যা
অমি তোর কবিতা শুনবোনা।

তোর কবিতা শুনে তিন কোটি নিরন্ন মানুষ
একসাথে কাঁদতে বসে,
তোর কবিতা শুনে তিন হাজার আমলা নেতা
একসাথে গান গেয়ে উঠে।

কবি, কবিতা অথবা হ্যামিলনের বংশীবাদক
সশব্দে সরবে আত্মাহুতি দেয় বঙ্গোপসাগরে,
উন্মত্ত স্রোতে ভেসে যায় বেবাক শৈল্পিক
সুষমা আর স্বর্ণালী সততা।

বিবেকবান পরাজিত হয় নৈঃশব্দের অন্তঃপুরে,
জীবনের বোঝা আর ঘানি টেনে বেজায়
ক্লান্ত হয় সফেদ মানুষ।

ওই কবিঅলা, তোর কবিতা ফেলে দিয়ে আয় ভাগাড়ে
সেখানে শুয়োরের বাচ্চারা মেতে উঠবে মচ্ছবে।

আমি তোর কবিতা শুনবোনা। তোর কবিতা
শুনে শুনে পচন ধরেছে কর্ণকুহরে, হৃৎপিন্ডে
জমেছে মরিচা।
তোর কবিতা শুনে শাসক হয়েছে অত্যাচারী,
তস্করের বংশধর হয়েছে জমিদার;
তোর কবিতা শুনে প্রাকৃতজনেরা বক্ষে ধারণ করেছে
বিষের পাহাড়,
চোখে ওদের অশ্রুর রুদ্র রুপ।

কবিঅলারে, তুই চলে যা
দোহায় লাগে তুই যা !

আমি এই মিথ্যার বসতিতে নির্জনে গড়ে তুলবো
কাঁচের দেয়াল, দূর থেকে দেখবো আর হাসবো
- বিধাতার মত।

[কবির পরিচিতি দেখতে উপরে তার ছবিতে টোকা দিন]